৫৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্র ভর্তিতে হযবরল !

শরিফুজ্জামান পিন্টু

এইচএসসিতে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে সারা দেশে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। একদিকে প্রস্তুতি, পরিবেশ ও সমার্থ্য ছাড়াই দেশের নামকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস খুলতে শুরু করেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো পর্যায়ক্রমে ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দিচ্ছে। এর ফলে ভর্তিচ্ছুরা পড়েছে চরম বিপাকে। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সঙ্কটকবলিত এদেশে এসব সিদ্ধান্ত গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মহল ধারণা করছেন।

সূত্র জানায়, '৯৪ সাল থেকে হায়ার সেন্টার এডুকেশন প্রোজেক্টের আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় আপগ্রেড করে টুয়েলভ গ্রেড করার কাজ শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে নামকরা

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

উচ্চ মাধ্যমিক

মাধ্যমিক স্কুলে এ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। কিন্তু এসব স্কুলের অবকাঠামো, শিক্ষক, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি প্রভৃতির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করেই হুট করে ইন্টারমিডিয়েট চালু করায় শিক্ষার মান নেমে যেতে পারে। তাছাড়া স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের পদমর্যাদা নির্ধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কে হবেন প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সমাধান ছাড়াই মাধ্যমিক স্কুলে টুয়েলভ ক্লাস চালু করা হচ্ছে। এ বছর ঢাকা মহানগরীর মাদারটেক আব্দুল আজিজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোল্লারটেক উদয়ন বিদ্যালয়, নাখালপাড়া হোসেন আলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গুলশান মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কমলাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টুয়েলভ কমার্স চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে ইন্টারমিডিয়েট পড়ানোর মতো অনুকূল পরিবেশ এখনও সৃষ্টি করা হয়নি। চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুল, নাসিরাবাদ হাই স্কুল, মুসলিম হাই স্কুল ও খাস্তগীর গার্লস স্কুলে ইন্টারমিডিয়েট চালু করা হয়েছে। অথচ এসব স্কুলেও পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করা হয়নি।

এদিকে মাধ্যমিক স্কুলে টুয়েলভ ক্লাস চালুর পাশাপাশি দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি বন্ধ করা হচ্ছে। জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম গার্লস কলেজ ও চট্টগ্রাম সিটি কলেজসহ বেশকিছু বিখ্যাত কলেজ একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করছে না। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক সমস্যা— তা হচ্ছে যেসব স্কুলে এইচএসসি খোলা হয়েছে সেসব স্কুল থেকে যারা এসএসসি পাস করেছে তারা সহজেই একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি পড়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু অন্যান্য স্কুলের এসএসসি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা একদিকে এ সুযোগ পাচ্ছে না, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি বন্ধ করায় তারা পড়েছে চরম বিপদের মুখে।

এইচএসসিতে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে সৃষ্ট এ সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ ব্যবস্থা বাস্তবসম্মত নয়। এটা ইউরোপ, আমেরিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সরকার যদি আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা করতেই চান তবে পাইলট প্রোজেক্ট সিস্টেমে করা উচিত ছিল। কাজী ফারুক আহমেদ আরও বলেন, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা উচিত। তাছাড়া শিক্ষকদের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল।